অধ্যায় ২

প্রশাসনে সাবেকি বা চিরায়ত বা সনাতন বা ধ্রুপদী বা কাঠামোগত তত্ত্ব
[Classical Theories of Administration]

✦ **1. লুথার গ্যালিক ও লিন্ডাল আরউইকের তত্ত্বের বিশেষ উল্লেখসহ সংগঠনের সনাতনী তত্ত্বের মূলনীতি-সমূহ।**

ভূমিকা (Introduction) ঃ

জনপ্রশাসন তত্ত্বের ইতিহাসে সনাতন বা সাবেকি বা চিরায়ত বা classical তত্ত্বটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই তত্ত্বটি প্রশাসনিক তত্ত্বের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক প্রশাসনবিদ যুক্তির আলোকে এই তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ করেন। অবশ্য, শাসননীতির সাধারণ বিষয়গুলির ওপর পর্যালোচনার সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ফরাসী চিন্তাবিদ Henry Foyol এর 'General and Industrial Administration' (1916) নামক গ্রন্থে। অতঃপর লিন্ডাল আরউইক, লুথার গ্যালিক, J.D. Mooney, M. P. Follet ও অন্যান্যদের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তত্ত্বটি পূর্ণতা পায়।

Classical Theory-র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, যে কোনো সংগঠনের সাধারণ নীতি প্রণয়ন করা। কেননা, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে যে কোনো সংগঠনেরই বেশ কিছু মৌলিক নীতি গ্রহণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। অবশ্য এই তত্ত্বের প্রবক্তারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা বোঝাতে চেয়েছেন।

❖ **Classical Theory-র প্রবক্তাদের তত্ত্বের মূল বিবেচ্য বিষয়গুলির নিম্নরূপ ঃ**

[i] প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক রূপ, প্রকরণ এবং পদ্ধতি।

[ii] ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে সূক্ষতা ও পরিপূর্ণতার ধারণা।

[iii] কোনো সিদ্ধান্তের কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ।

[iv] পরিচালন ব্যবস্থার পর্যালোচনা।

[v] বিশেষ কোনো নির্দেশ বা বিধানকে বাস্তবায়িত করা।

অবশ্য এই তত্ত্বে (Classical Theory) সময়ের ও গতির কৌশল, উৎপাদন বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার প্রকরণ সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা যায়।

Foyal এর প্রাথমিক চিন্তাশীল শাসনবিভাগের প্রধান বা মূখ্য প্রশাসককে নিয়ে এবং তিনি তার তত্ত্বকে পরিচালিত করেছেন আদেশের ঐক্য বা unity of Connect নীতির ওপর ভিত্তি করে। তিনি সংগঠনের ক্রিয়াকর্মকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন তা হল— কারিগরী, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক, হিসাব সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক সংক্রান্ত।

❖ **Henry Foyal তার সুবিখ্যাত 'General and Industrial Administration' (1916) নামক গ্রন্থে প্রশাসনের প্রাথমিক ক্রিয়াকর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কতগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন, তা নিম্নরূপ ঃ**

[i] পরিকল্পনা করা

[ii] ব্যক্তি ও বস্তু উভয়কে সংঘটিত করা

[iii] আদেশ বা উপদেশ দান করা

[iv] সমন্বয় সাধন করা এবং

[v] নিয়ন্ত্রণ করা

❖ **অতএব Henry Fayol প্রশাসন সংক্রান্ত ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য 14 টি নীতি উপস্থাপন করেন, তা নিম্নরূপ ঃ**

[i] শ্রম বিভাজন বা বিশেষীকরণ

[ii] কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব
[iii] নিয়ম শৃঙ্খলা
[iv] আদেশের ঐক্য বা সংযুক্তিকরণ
[v] নির্দেশের ঐক্য বা সংযুক্তিকরণ
[vi] সাধারণ স্বার্থের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থের অধীনতা
[vii] কর্মচারীবৃন্দের বেতন বা শ্রমের মূল্য
[viii] কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ
[ix] মানদন্ডের শৃঙ্খল
[x] ব্যবস্থা বা বিন্যাস
[xi] সমতা
[xii] কর্মীবৃন্দের কার্যকালের স্থায়িত্ব
[xiii] উদ্যোগ
[xiv] আত্মিকমান বা সমবেত জীবশক্তি

❖ **লুথার-গ্যালিক প্রশাসনিক সংগঠনের 10টি নীতি উল্লেখ করেন তা নিম্নরূপ ঃ**

[i] শ্রম বিভাজন বা বিশেষীকরণ
[ii] বিভাগীয় দপ্তরের Base বা ভিত্তি
[iii] স্তর বিন্যস্ত কাঠামোর দ্বারা সমন্বয় সাধন
[iv] সচেতনভাবে সমন্বয় সাধন
[v] বিকেন্দ্রীকরণ
[vi] কমিটিগুলির দ্বারা সমন্বয় সাধন
[vii] আদেশের ঐক্য বা সংযুক্তিকরণ
[viii] কর্মী ও তার ক্রিয়াকলাপ
[ix] প্রত্যার্পণ
[x] নিয়ন্ত্রণের পরিধি বা বিস্তার

অবশ্য, লুথার গ্যালিকের মতে শ্রম বিভাজন ও শ্রমের সংহতিকরণ হল উন্নত সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ দিক।

❖ **L.D. Urwick প্রশাসনিক সংগঠনের পরিকাঠামো 4 টি নীতির উল্লেখ করেন তা নিম্নরূপ ঃ**

[i] উদ্দেশ্য
[ii] দায়িত্ব
[iii] নিয়ন্ত্রণের পরিধি বা বিস্তার
[iv] পরিমাণ নীতি
[v] বিশেষীকরণ
[vi] সমন্বয় সাধন
[vii] সংজ্ঞায়িতকরণ বা প্রত্যেক কাজকে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা।

আরো উল্লেখ্য যে, সাবেকি বা চিরায়ত প্রশাসনিক তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে মেরি পার্কার ফলেটের অবদান বিশে
তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সাংগঠনিক সংঘাতের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি তিনটি উপায়ের কথা উল্লেখ করেন। যথা— আধিপত্য
সমঝোতা ও সংহতি।

❖ **J. D. Monney** এবং **A. E. Reiley** 4 টি প্রধান নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন ঃ

[i] সমন্বয়ের নীতি

[ii] ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতি

[iii] কার্যগত নীতি এবং

[iv] কর্মীবৃন্দ নীতি

Classical Theory-র বৈশিষ্ট্য ঃ

❖ প্রশাসনিক তত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাসে **Classical Theory** অর্থাৎ সনাতন বা সাবেকি তত্ত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে, এই তত্ত্বে মূলতঃ চারটে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

[i] নৈর্ব্যক্তিকতা বা Impersonality

[ii] শ্রমবিভাজন বা বিশেষীকরণ

[iii] দক্ষতা বা Efficiency এবং

[iv] স্তর বিন্যস্ত কাঠামো বা ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ

❖ এছাড়াও এই তত্ত্বের বেশ কিছু সংখ্যক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়, যেমন—

[i] এটি একটি পরমাণু বিজ্ঞান মূলক কেননা এই অর্থে যে ব্যক্তিকে তার সহযোগী বা প্রতিবেশীদের নিকট থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন অবস্থান দেখা হয়ে থাকে।

[ii] তত্ত্বটি যান্ত্রিক প্রকৃতির কেননা এই তত্ত্ব সাংগঠনিক আচরণের গতিবিদ্যার কোনো সুস্পষ্ট ও যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করে না।

[iii] এই তত্ত্ব অনেকাংশে বিভিন্ন বা গতিহীন প্রকৃতির

[iv] এই তত্ত্বটি স্বেচ্ছাধীনমূলক কেননা যে কোনো সামাজিক উপাদান বা গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তিমুক্ত।

[v] এই তত্ত্বটি যুক্তিবাদমূলক বা Rationalistic কেননা তা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়া সম্পাদন করে।

[vi] অর্থনৈতিক বর্হিভূত উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বিবৃতি প্রদান করে না।

❖ উক্ত দর্শনও বৈশিষ্ট্য দ্বারা আরো কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন—

A) Classical Theory-র ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্র সম্পর্কিত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

B) Classical Theory-র আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়ের নীতি বা ব্যবস্থাকে বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন বা বিশেষীকৃত জ্ঞান বা দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়।

C) Classical Theory অনুসারে প্রতিটি তত্ত্বাবধায়ক ক্রিয়ার একটি সীমারেখা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

Classical Theory র সমালোচনা ঃ

[i] সমালোচনাদের মতে, classcial বা সাবেকি ধর্মীয় নীতিগুলি সঠিক ও যথাযথভাবে সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশনা প্রদান করতে পারে নি।

[ii] বিরোধীরা মনে করেন যে, classical Theory-র নীতিগুলি সামগ্রিকভাবে অনুসৃত হয়নি বরং বেশ কিছু নীতি একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত।

[iii] আচরণবাদী তাত্ত্বিকরা classical Theory কে যান্ত্রিক এবং মানবিক প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন। কেননা, এই তত্ত্ব মানবিক উপাদানকে অবলম্বন ও অতিরিক্ত সরলীকরণ করেছে।

[iv] পিটার সেলফ্ মনে করেন যে, এই তত্ত্বটির মধ্যে রাজনৈতিক পরিবেশ বা প্রেক্ষাপটের প্রতি অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, এই তত্ত্ব রাজনীতির আলোচনাকে তেমন কোনো প্রাধান্য দেয়নি।

[v] পিটার সেলফ্ আরো একটি এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিমত প্রশ্ন করেন যে, classical theory -র প্রবক্তারা জনপ্রশাসনকে একটি Disciplinary Science হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও সামাজিক ধ্যান ধারণা ও আচরণসমূহের ওপর সঠিক বিচার করতে ব্যর্থ হয়।

[vi] Classical theory-তে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হলেও উভয়ের প্রসার বা বিস্তা
সম্পর্কে তেমন কোনো সুস্পষ্ট নীতি বা পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় না।

❖ **Classical theory সম্পর্কিত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও তত্ত্বটি জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে স
হয়, এমনকি এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়েও classical theory-র মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। কেন না—**

[i] Classical Theory উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত বা বৃদ্ধি ও যুক্তিসিদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ক
[ii] এই তত্ত্বে-প্রশাসন নিজে একটি স্বতন্ত্র কার্যকলাপ যা উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়।
[iii] এই তত্ত্বে এমন কতগুলি ধারণা সৃষ্টি করে এবং তার বিবর্তন ঘটায় যা পরবর্তীতে গবেষণার জন্য একটি ভিত বা Ba
রচনা করে।
[iv] এই তত্ত্বে-সাংগঠনিক আচরণের ওপর গবেষণামূক ক্রিয়াকে উৎসাহিত করে।
অতএব, উক্ত তত্তটি সংগঠন তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বা বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

✦ 2. টেলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বটির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ। বা, F.W. Taylor-এর বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বটির পর্যালোচনা।

ভূমিকা (Introduction) ঃ

জনপ্রশাসন শাস্ত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক তত্ত্ব পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্ব বিশেষ তাৎপর্য
কেননা সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রথম সুসংবদ্ধ তত্ত্ব হিসাবে বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার নাম উল্লেখ করা হয়। অবশ্য জন প্রশাসন
সংগঠনের আলোচনা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যাইহোক F.W. Taylor পে
একজন যন্ত্রবিদ এবং তাঁকে বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের জনক বলে অভিহিত করা হয়। কেননা তিনি প্রথম শিল্প ও প্রশা
পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তবে বৈজ্ঞানিক পরিচালন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন L.D. Brandeis। বি
যন্ত্রবিদ্ টেলর শব্দটিকে শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করেন এবং Principles and Method of Scientific Manageme
(1911) নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

F.W. Taylor সর্বপ্রথম প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের একটি গভীর ও সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা লক্ষ্য ক
যায়। টেলরের বক্তব্য এই কারণে বিজ্ঞানসম্মত যে, সেই সময়ের তার বক্তব্য পর্যবেক্ষণ ও পরিক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই কার
সম্ভবত টেলরকে বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থা তত্ত্বের পিতা বা উদগাতা বলা হয়। তার এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হল উৎপাদন
এবং ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

❖ **যন্ত্রবিদ Tayor তার 'Principles and Methods of Scientific Management (1911) গ্রন্থে কয়ে
মৌলিক অনুমান প্রকাশ করেন, তা নিম্নরূপ —**

[i] শ্রম বিভাজন যথা — দীর্ঘকালীন শ্রম, স্বল্পকালীন শ্রম, গড়পড়তাকালীন শ্রম যার দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো স
[ii] যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া। যার ফলে দক্ষতা ও মিত্যব্যয়িতা অর্জন করা সম্ভব
[iii] শ্রমিক কর্মচারীদের সঠিক ও যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

❖ **বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের প্রধান নীতি বা সার বস্তু ঃ**

[i] কাজের পদ্ধতির মান নির্ণয় করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজের গুণ ও পরিমাণ স্থির এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে
সম্পূর্ণ করা।
[ii] টেলর মনে করেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রমিকদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং উন্নতি সাধন একান্তভাবে প্রয়োজ
[iii] পরিচালক ও শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে কাজের সমবণ্টন করা। কেবল কাজের সকল দায়িত্ব-শ্রমিকের ওপর চা
দিলেই হবে না অর্ধেক দায়িত্ব পরিচালকদের গ্রহণ করতে হবে।
[iv] পরিচালক ও শ্রমিক কর্মচারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

❖ **অতএব বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলির নিম্নরূপ ঃ**

[i] ক্রিয়া কার্যের অবস্থার মান নির্ধারণ করা।

[ii] কার্যপদ্ধতির মান নির্ধারণ করা।

[iii] প্রাত্যাহিক কার্যাবলীর পরিকল্পনা রচনা করা।

❖ **বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার প্রধান বা মূখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ**

[i] এই তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পরিকল্পনা ও কার্যনির্বাহ প্রক্রিয়ার মধ্যে পৃথকীকরণ করা।

[ii] কার্যগত পরিদর্শকের ধারণার উদ্ভব অর্থাৎ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা।

[iii] নির্দিষ্ট সময় ও পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করা।

[iv] শ্রমিককে পুরষ্কৃত করা ও কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা।

[v] শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা।

[vi] আদেশের সমরূপতা, ঐক্যবদ্ধতা এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ।

F.W. Taylor হল প্রথম চিন্তাবিদ যিনি পরিচালন ব্যবস্থার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে মর্যাদা প্রদান করেন। যথা—গবেষণা বা Research, মান বা standerd, পরিকল্পনা বা Planning, নিয়ন্ত্রণ বা Control এবং শ্রমিক কর্মচারী এবং পরিচালকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা Mutual Collaberation between Labour and Management.

সমালোচনা ঃ

F. W. Taylor এর বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থা তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রশংসিত এবং U.S.A ও ইউরোপে আংশিকভাবে প্রযুক্ত হলে সমালোচকরা এই তত্ত্বের মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যাই হোক এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির নিম্নরূপ ঃ

[i] পরিচালকরা তাদের নিজ বিবেচনা ও বিচারের পরিবর্তে টেলর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে মেনে নিতে পারেন নি। এমনকি শ্রমিকরাও তার তত্ত্বের মান নির্ধারণ ও সময়সীমা পদ্ধতির বিরোধিতা করেন, কেননা তারা কখনই যন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হতে চান নি।

[ii] F. W. Taylor এর বিরুদ্ধে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল তিনি পরিচালন ব্যবস্থায় মানবিক উপাদানকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 1927-32 সালে Hathrowne Experiment এবং বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশিত হয় যে শ্রমিকদের ক্রিয়াকর্মের ব্যাখ্যার ও সংগঠনের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে মজুরি বৃদ্ধির চেয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগগত উপাদান বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

[iii] F. W. Taylor এর বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বটি সবচেয়ে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয় শ্রমিক নেতা ও সংঘগুলির নিকট থেকে। কেননা, তাদের ধারণা ছিল সে টেলরের এই তত্ত্ব শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারে কিংবা বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিপন্থী। কেবল তাই নয় শ্রমিক সংগঠনগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।

[iv] সমালোচকেরা মনে করেন যে, টেলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থা তত্ত্বটি শ্রমিকদের ইচ্ছাশক্তিকে কিংবা উদ্দেশ্য সমূহকে খুব সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করে এবং এক্ষেত্রে টেলর অবমূল্যায়ণ করেন।

[v] সমালোচকরা টেলরের এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ করেন যে, অন্যান্য বিষয় বা উপাদানকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে টেলরের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করলেই উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটবে না।

[vi] বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার তত্ত্বটিকে Physiological Organisation theory নামে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এটি কেবল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ব্যবস্থার পরিধি নিয়ে আলোচনা করে। বিশেষ করে এখানে কিছু সীমিত শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হয়। অতএব তত্ত্বটি মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

উপসংহার ঃ

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত অভিযোগ বা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও F. W. Taylor এর বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বটির আজও গুরুত্বপূর্ণ ও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। আর ওই তত্ত্বটি পরিচালন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। অবশ্য টেলরের এই তত্ত্বটি তার-সমসাময়িক ইউরোপে ও U.S.A. তে সরকারী ও বেসরকারী শিল্প সংগঠনের পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায় তা এই তত্ত্বের দ্বারা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে তার এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সংগঠনের প্রসার ঘটে।

✦ 3. ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের তত্ত্বটির মূল্যায়ণ।
বা, ওয়েবারের মতে আমলাতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।
[The Bureaueratic Theory of Organisation : Max Weber]

ভূমিকা ঃ

জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ Max Weber (1864-1920) সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সুসংবদ্ধ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। কাল মার্কসের মতো তার সমাজ বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যাইহোক Bureaucracy শব্দটি সর্বপ্রথম ফ্রান্সের অর্থনীতিবিদ Vincent De Goumay দ্বারা উদ্ভব হয়। তবে, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নামটি হল Max Weber. তিনি আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক ভাবনাকে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে অন্যান চিন্তাবিদরা আমলাতন্ত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে Max Weber এর ধারণা বিশেষ করে সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি ও প্রশাসন বিজ্ঞানে গৃহীত হয়। আমলাতন্ত্র সম্পর্কিত ওয়েবারের ধারণা পুঁজিবাদ, শিল্প বিপ্লব ও সাংগঠনিক কাঠামোর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করে।

❖ **Max Weber** আমলাতন্ত্রকে **Power and dominance**-র বিশেষরূপ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং তিনি আধিপত্যকে তিনটি দিকে থেকে উল্লেখ করেন। যথা—

[i] Charismatic Domination

[ii] Traditional Authority or Dominance

[iii] Legal-Rational Authority or Dominance

তিনি মনে করেন আমলাতন্ত্র এই তৃতীয় ধরনের আধিপত্য বা কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত।

❖ **আধুনিক যুগে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের-ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েবার কতগুলি কারণ নির্দেশ করেন তা নিম্নরূপ ঃ**

[i] আধুনিক বৃহৎ আকারের শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেশন সমূহের সৃষ্টির সঙ্গে আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার তীব্র অনুভব হয়।

[ii] আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ বিভিন্ন ধরণের কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

[iii] পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঠিক ও যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুগঠিত আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন।

[iv] অবশ্য পুঁজিবাদকে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের যুক্তিসিদ্ধ অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

Max Weber এর মতে কাঠামোগত ও আচরণগত উভয়দিক থেকে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুধাবন করা যায়।

কাঠামো ও কার্যগত বৈশিষ্ট্য ঃ

[i] **শ্রমবিভাগ বা শ্রম বিভাজন ঃ** এর দ্বারা বিশেষ দক্ষতা অর্জনে চেষ্টা করা হয় তাই প্রত্যেকটি কর্মীকে বিশেষ বিশেষ শ্রমের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

[ii] **স্তর বিন্যস্ত কাঠামো ঃ** আমলাতন্ত্রকে স্পষ্টভাবে উদ্ধর্তন ও অধস্তন এর দ্বারা বিভাজন করা হয়।

[iii] **নিয়ম কাঠামো ঃ** আমলাতন্ত্রকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কতগুলি কঠিন নিয়মকানুনের মধ্যে কাজ করতে হয়।

আচরণগত বৈশিষ্ট ঃ

[i] যৌক্তিকতা বা Rationality ঃ Max Weber এর আদর্শ ধরনের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্তিবোধ ও দক্ষতা যুক্ত রয়েছে।

[ii] নৈর্ব্যক্তিকতা বা Impersonality ঃ Weber এর আমলাতন্ত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতি, অযৌক্তিক অনুভূতি কিংবা কোনো প্রকার খামখেয়ালিপনা-র স্থান নেই।

[iii] নিয়মমুখীনতা বা Rule-Orientation ঃ সরকারী ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

[iv] নিরপেক্ষতা বা Neutrality ঃ মূল্যায়ণ নিরপেক্ষভাবে নিজ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করায় আমলাতন্ত্রের লক্ষ্য।

[v] মেধা ও অভিজ্ঞতার নীতির অনুসরণ কর্তব্য পালন ও বিশ্বাসযোগ্যতার নীতির প্রতি আস্থা।

Max Weber এর ধারণায় আমলাতন্ত্রকে Civil Service বা রাষ্ট্রকৃত্যকে মেবার সঙ্গে এক করে দেখা হয় না। কেননা, রাষ্ট্রকৃত্যক পরিসেবা হল যৌথসেবার যুক্তিসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা পক্ষান্তরে আমলাতন্ত্র হল একটি সংগঠন যা আধুনিক যুগে বৃহৎ আকার সংগঠনের পরিচালনার জটিল ক্রিয়াকলাপকে সঠিক ও যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করে থাকে। অতএব আমলাতন্ত্রকে যদি একটি যন্ত্ররূপে তুলনা করা হয়, তাহলে অন্যান্য সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মকে যন্ত্র নয় বলে মনে করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ওয়েবার রাষ্ট্রকৃত্যক ও আমলাতন্ত্রকে এক মনে করে না।

Max Weber আমলাতন্ত্রকে এক ধরনের বিশেষ সামাজিক ও মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠী রূপে বর্ণনা করেন। আমলাতন্ত্রে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হন। এটা এক ধরনের বিশেষ ভিত্তি বা পেশা, এদের কার্যকালের সময় নির্দিষ্ট এবং এদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ, সুবিধা নির্দিষ্ট ও কর্তব্য পালনের বিষয়ে এরা যথেষ্ট সচেতন। Weber আরো অভিমত পোষণ করেন যে, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, দল, সামরিক বাহিনী, রাষ্ট্র, চার্চ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচনা ঃ

❖ **বিভিন্ন দিক থেকে ওয়েবারীয় আমলাতন্ত্র সমালোচিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ**

[i] সমালোচকদের মতে ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের মডেলটি অতিমাত্রায় কর্তৃত্বমূলক ও যান্ত্রিক প্রকৃতির কেননা এখানে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও যান্ত্রিক প্রণালী বা পদ্ধতির ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে তার আমলাতান্ত্রিক সংগঠন অমানবিক ও পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতিসূচক দিক প্রতিফলিত হয়।

[ii] হার্বার্ট সাইমন ও চেষ্টার বার্ণাড প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে ওয়েবারের কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পায়। একটি সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অ-আনুষ্ঠানিক সংগঠন সমূহ এবং মানবিক সম্পর্কের দ্বারা।

[iii] A. W. Gouldner ওয়েবারের আমলাতন্ত্রকে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে ওয়েবারীয় তত্ত্বে স্ববিরোধিতা প্রতিফলিত হয় এবং তা প্রকাশিত হয়েছে বিশেষজ্ঞদের দাবি ও শৃঙ্খলাভিত্তিক আনুগত্যের দাবির মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

[iv] বিরোধিরা মনে করেন যে, একজন আমলাকে যদি সঠিকভাবে সাফল্যের পথে ক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও সেই আমলাকে উপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করতে হয়। কিন্তু তা ওয়েবারের আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বে সেই সুযোগের ব্যবস্থা নেয়।

[v] L. Hewart তার 'New despotism' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে আমলারা যেভাবে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, তার ফলে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা যথেষ্ট খর্ব হচ্ছে এবং তা গণতান্ত্রিক প্রশাসন বিরোধী। আরো উল্লেখ্য যে, মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতার অন্তরালে আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচার লক্ষ্য করা যায়।

[vi] রবার্ট প্রেসথুম আমলাতন্ত্রকে A Product of Alien Culture নামে চিহ্নিত করেন। প্রতিটি দেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আধা-উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের প্রশাসনের পক্ষে আমলাতন্ত্রের ওয়েবারীয় মডেল তেমন কার্যকরী নয় বলে অনেক তাত্ত্বিক সন্দেহ প্রকাশ করেন।

[vii] সমালোচকরা আরো মনে করেন যে, ওয়েবারের আমলাতান্ত্রিক মডেলটি কেবল একটি স্থিতিশীল পরিবেশে সাফল্য লাভ করতে পারে, কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষমতা তার তত্ত্বে যথেষ্ট সীমিত।

[viii] W. Benmis এর মতো সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে এই তত্ত্ব দ্রুত বিলুপ্ত হবে। কেননা তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেকটি যুগ তার নিজস্ব সংগঠনের ধরণ গড়ে তোলে যা কালের প্রভাবে অপ্রসাঙ্গিক এবং এর পরিবর্তে নতুন কোন সাংগঠনিক তত্ত্বের আবি ঘটবে।

[ix] সমালোচকরা ওয়েবারের আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বটিকে বিশেষ ধরনের ঐতিহাসিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবে তত্ত্ব বলে অভিযোগ করেন এবং আমলাতন্ত্রের এই ত্রুটি পরিহার করার জন্য F. Riggs জন প্রশাসনে পরিবেশ তত্ত্ব প্রচলন করেন।

[x] সাম্প্রতিককালে C. Offe মনে করেন যে, ওয়েবারের আমলাতন্ত্রে নিয়মকানুনকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করা হয় তিনি এই ধরনের আমলাতান্ত্রিক যুক্তিরোধকে "নীতিবোধের অবিকৃত' প্রকাশ বলে মন্তব্য করেন।

[xi] মার্কসবাদীরা অভিযোগ করেন যে আমলাতন্ত্র বিশেষ শ্রেণীর কাঠামো স্বার্থের বাহক এবং শ্রেণী আধিপত্যের হাতি

উপসংহার ঃ

পরিশেষে উল্লেখ্য, যে Max Weber তার আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বে প্রশাসনের ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যুক্তি ও নীতিবোধ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি যে উৎকর্ষতা সৃষ্টি করে এক ঐতিহাসিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘুণে ধরা কিংবা দূর্নীতিগ্রস্থ ও জনবিমুখ প্রশাসনকে মুক্ত করে আধুনিক প্রশাসনিক সংস্কৃতির মধ্যমণি আমলাতন্ত্রকে স্থাপন করেন। ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা হয়েছে তা মূলত Ideal type এর বিরু অবশ্য ওয়েবার নিজেও আমলাতন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ও সচেতন ছিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলে সমসাময়িক প্রশাসনিক রীতি-নীতি তুলনায় আমলাতন্ত্র অধিক দক্ষতা ও যৌক্তিকতার সঙ্গে-ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে

এক নজরে ❖ প্রশ্নোত্তরে

◆ **Note :**

- ❖ জনপ্রশাসনে সাবেকী বা চিরায়ত বা পরম্পরাগত তত্ত্বকে Structural Theory বা কাঠামোগত তত্ত্ব নামে চিহ্নি করা হয়। এই তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তারা হলেন— Henry Fayol, Luther Gullick, L.F. Urwick, J. Mooney, M.P. Follet এবং R. Shelton প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- ❖ সাবেকি বা চিরায়ত তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল সংগঠনের সাধারণ নীতি প্রণয়ন করা।
- ❖ এই তত্ত্বের বিষয়বস্তু বা Subject matter হল প্রশাসনিক সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামো সংক্রান্ত দিক।
- ❖ এই তত্ত্বের অনুমান হল — নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-কোনো সংগঠনেরই কতকগুলি মৌলিক নীতি গ্রহণ জরুরী।
- ❖ অবশ্য এই তত্ত্বের প্রবক্তারা সংগঠনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতাকে বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

1 প্রশাসনিক পরিচালনায় সাবেকি বা চিরায়ত বা ধ্রুপদী তত্ত্বের দু-জন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তার নাম উল্লেখ কর।

Ans : হেনরি ফেওয়ল, লুথার গ্যালিক, এল.আর উইক, এম.পি. ফলেট প্রমুখ।

◆ **NOTE :**

- ❖ হেনরি ফেওয়ল প্রাগে একটি খনিজ কোম্পানীতে Mining Engineer হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।
- ❖ তিনি 1916 সালে ফরাসী ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি হল— "Administration Industrielle Generale". । অবশ্য তাঁর এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে 1949 সালে General and Industrial Management নামে অনুদিত হয়।
- ❖ 1921 সালে (ধাতুবিদ্যায় গবেষণার জন্য) নোবেল পুরস্কার পান।